ভারতীয় জনতা পার্টি

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

১১, অশোক রোড, নয়া দিল্লি

ফোন-০১১-২৩০০৫৭০০, ফ্যাক্স-০১১-২৩০০৫৭৮৭

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি, ২০১৪- অঙ্গীকার ও " মিশন সুশাসন "-এর লক্ষ্যে বিজেপির তিন দিনের জাতীয় কর্মসমিতি ও জাতীয় পরিষদের বৈঠক আগামী ১৭ জানুয়ারি ২০১৪ শুরু হবে।

বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুখতার আব্বাস নকভি বলেছেন, জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক হবে ১৭ জানুয়ারি এবং জাতীয় পরিষদের বৈঠক হবে ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি রামলীলা ময়দানে। জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক শুরু হবে সকাল ১১টায় এনডিএমসির সম্মেলন কেন্দ্রে। জাতীয় পরিষদের বৈঠক শুরু হবে সকাল ১০টায় এবং শেষ হবে ১৯ জানুয়ারি বিকালে।

নকভি জানিয়েছেন, জাতীয় পরিষদের বৈঠকে যোগ দেবেন জাতীয় কর্মসমিতি পরিষদের পরিচালনমণ্ডলী ও সদস্যরা। দলের সব সাংসদ ও বিধায়করা, বিভিন্ন রাজ্যের সভাপতি ও সম্পাদক, দলীয় কার্যালয়ের পরিচালনমণ্ডলীর সদস্য, জাতীয় আহ্বায়ক ও বিভিন্ন শাখার সহ আহ্বায়ক, রাজ্যের প্রধান ও শাখা সংগঠনের আহ্বায়ক ও কর্মসমিতির সদস্য, জেলা সভাপতি ও সম্পাদক, মেয়র, ডেপুটি মেয়র, জেলা পঞ্চায়েতের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও আহ্বায়ক, লোকসভা কেন্দ্রের পালকরা (কেয়ারটেকার) যোগ দেবেন।

নকভি বলেছেন, তিন দিনের জাতীয় কর্মসমিতি ও পরিষদের দীর্ঘ বৈঠকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে " মিশন সুশাসন "-এর সাফল্য নিয়ে বিশদভাবে চর্চা করা হবে। দলের জাতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং-এর ভাষণ দিয়ে বৈঠক শুরু হবে।

নকভি বলেছেন, দলের প্রবীণ নেতাদের মধ্যে শ্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী, লোকসভার বিরোধী নেত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ, রাজ্যসভার বিরোধী নেতা শ্রী অরুণ জেটলি, শ্রী মুরলীমনোহর জোশি, শ্রী বেঙ্কাইয়া নাইডু, শ্রী নীতিন গড়করি, বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান, শ্রীমতি বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, ড. রমণ সিং, শ্রী মনোহর পারিক্কার বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

তিনটি বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপির চমকপ্রদ জয়ে দল জনগণের সমর্থন ও আস্থা

অর্জন করেছে। এই আস্থা ও সমর্থনকে " মিশন সুশাসন "-এ পরিণত করা, এই অঙ্গীকারের লক্ষ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। অপশাসন ও কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমূল পরিবর্তনের জন্য দেশের মঞ্চ প্রস্তুত। "এক ভারত-দুর্দান্ত ভারত"-এর লক্ষ্যপূরণে জনগণ চায় বিজেপি ও শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বধীন সরকার।

নকভি জানান, জাতীয় পরিষদের বৈঠকে ১০ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। এর মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের ৬০০, আন্দামান-নিকোবর ৫০, অরুণাচল প্রদেশ ৯৫, অসম ২৫০, বিহার ৫০০. ছত্তিসগড় ৩০০, দাদরা ও নগর হাভেলি ৪০, দমন দিউ ৩৫, দিল্লি ২৬০, গোয়া ৬০, গুজরাত ৭৫০, হরিয়ানা ২০০, হিমাচল প্রদেশ ২০০, জম্মু ও কাশ্মীর ১৯৫, ঝাড়খণ্ড ২৫০, কর্নাটক ৪৫০, কেরালা ১৪০, লাক্ষাদ্বীপ ৩০, মধ্যপ্রদেশ ৯০০, মহারাষ্ট্র ৭০০, মণিপুর ১২, মেঘালয় ৩০, মিজোরাম ১৮, নাগাল্যান্ড ২০, ওড়িশা ২৭৫, পুদুচেরি ৫০, পাঞ্জাব ২৫০, রাজস্থান ৬৫০, সিকিম ৩০, তামিলনাড়ু ২৭০, ত্রিপুরা ৩০, উত্তর প্রদেশ ১২০০, উত্তরাখণ্ড ২৭০ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২২৬ জন।

অরুণকুমার জৈন
অফিস সচিব